ইত্তেফাক

তারিখ ... 13.2.84 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম ... 1 ...

117

দুঃস্থ শিল্পী-সাহিত্যিকদের সাহায্য

শিল্পী, সাহিত্যিক, খেলোয়াড় ও বুদ্ধিজীবীদের সমাজে যে একটি বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে ইহা দেশ-কাল নির্বিশেষে সর্বত্র স্বীকৃত। তাই জনসাধারণ তাহাদের কেবল প্রীতি ও সম্মানের চোখে দেখে না, সরকারও তাহাদের অত্যন্ত মর্যাদার সহিত গ্রহণ করেন। কোন শিল্পী-সাহিত্যিক বা খেলোয়াড়-বুদ্ধিজীবী কখনো কোন অসুবিধায় পতিত হইলে, বিশেষ করিয়া সে অসুবিধা রোগ বা বার্ধক্যজনিত হইলে সরকারই তাঁহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসেন। বাংলাদেশেও এ জাতীয় সাহায্যের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং এ জন্য সরকারের একটি দুঃস্থ সাহায্য তহবিলও রহিয়াছে। এখানে রহিয়াছে দুঃস্থ শিল্পী, সাহিত্যিক, খেলোয়াড় ও বুদ্ধিজীবীদের তালিকা। সে অনুযায়ী তাঁহারা মাসে মাসে মাসোহারাও পাইয়া থাকেন। কিন্তু প্রায়শঃই পত্র-পত্রিকায় সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতি প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে বিভিন্ন দুঃস্থ লেখক-সাহিত্যিক ও খেলোয়াড়কে সাহায্যদানের সুপারিশ করা হয়। সন্দেহ নাই, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ দুঃস্থ লেখক-সাহিত্যিক বা খেলোয়াড়দের সঠিক তালিকা প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইলে কোন দুঃস্থ লেখক-সাহিত্যিক সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইত না বা তাহাদের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুপারিশও করিতে হইত না। তাই প্রশ্ন করিতে হয়, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কিভাবে দুঃস্থ শিল্পী-সাহিত্যিক বা খেলোয়াড়-বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন যাহাতে প্রকৃত দুঃস্থরা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। তবে এই তালিকা প্রণয়নে যে অনেক ভ্রান্তি রহিয়াছে এব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। তালিকায় এমনসব ব্যক্তির নাম রহিয়াছে, যাঁহারা দুঃস্থ তো নয়ই, বরং বহু দুঃস্থকে তাঁহারা সাহায্য প্রদান করিতে পারেন। আমাদের বিশ্বাস, সরকারী দফতরকৃত দুঃস্থ শিল্পী-সাহিত্যিকদের এই তালিকা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরই চরম সমালোচনার সম্মুখীন হইবে না, সাহায্যপ্রাপ্ত সম্মানীয় ব্যক্তিরাও লজ্জিত হইবেন, যাহা কোনক্রমেই কাহারো কাম্য নয়।

দুঃস্থ শিল্পী, সাহিত্যিক, খেলোয়াড় বা বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যের এই তহবিলটির আকার-আয়তন নিশ্চয় সীমাহীন নয় এবং ইহা শুধু বিতরণের জন্যও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যে শিল্পী, সাহিত্যিক বা খেলোয়াড়ের অবদানে সমাজ ও দেশ উপকৃত হইয়াছে মূলতঃ সেই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দুঃস্থাবস্থায় সাহায্যের জন্য এই তহবিল গঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই দুঃস্থ শিল্পী-সাহিত্যিক, খেলোয়াড় বা বুদ্ধিজীবীরা এই সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলে ইহার চাইতে দুঃখ ও বেদনার আর কিছুই হইতে পারে না। তাছাড়া, এরূপ একটি তহবিল থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই দুঃস্থ শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্য যদি আবেদন করিতে হয় তাহাও সংশ্লিষ্ট বিভাগের জন্য সম্মানজনক নয়। তাই আমরা মনে করি, মুখচেনাভাবে নয়, একটি পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের প্রকৃত দুঃস্থ শিল্পী-সাহিত্যিক, খেলোয়াড় ও বুদ্ধিজীবীদের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হউক এবং তহবিলের আকার-আয়তন অনুযায়ী তাঁহাদের সাহায্য প্রদান করা হউক। এক্ষেত্রে সরকার ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি পরিচালনা কমিটি গঠিত হইলে দুঃস্থ শিল্পী-সাহিত্যিক বা দুঃস্থ খেলোয়াড় নির্বাচনে যে সমস্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয়, আমরা মনে করি, তাহা সহজে দূর হইতে পারে। এবং প্রকৃত দুঃস্থরা সহজে পাইতে পারেন তাঁহাদের প্রাপ্য সাহায্য। সরকার বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবেন ইহাই প্রত্যাশা।